‘নারী-সমতা দিবস ২০০৭’ উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ. বুশের বাণী

হোয়াইট হাউস
প্রেস সচিবের দফতর

ওয়াশিংটন, ২৬শে আগস্ট -- ‘নারী-সমতা দিবসে’ আমরা স্মরণ করছি আমাদের সংবিধানে ১৯তম সংশোধনী সংযোজনের কথা। আমরা আরও স্মরণ করছি সেসব অসাধারণ নারীকে যারা বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে নারীর ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি এগিয়ে নেয়ার মাধ্যমে আমেরিকাকে আরো সুসংহত একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করেছে।

“সকল নারী ও পুরুষকে সমান করে সৃষ্টি করা হয়েছে” এবং “সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে কিছু অবিচ্ছেদ্য অধিকার প্রদান করেছেন”- এই কথাগুলো ঘোষণা করতে ১৮৪৮ সালে ‘সেনেকা ফলস্ সম্মেলন’-এ একদল দুরদর্শী মানুষ জড়ো হন। এই জমায়েত একসময় জাতীয় আন্দোলনে রূপ নেয় এবং পরিণতিতে ১৯তম সংশোধনী অনুমোদনের পথ সুগম হয়; যার দ্বারা নারীর ভোটাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। যেসব ভোটাধিকার আন্দোলনকারী মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হয়েছিলেন এবং আমাদের জাতির ইতিহাস পরিবর্তন করেছিলেন, এই সাফল্য তাদেরই দুরদৃষ্টি ও দৃঢ়তার প্রতিফলন।

১৯তম সংশোধনী পাশ হওয়ার পর থেকে মার্গারেট চেজ স্মিথ এবং সান্ড্রা ডে ও’কনোর - এর মত এই আন্দোলনের প্রথম সারির নেতারা অনেক প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠেছেন এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার পথে নানা বাধা-বিপত্তি অপসারণ করেছেন। আজ আমেরিকার নারীরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে অবদান রাখার মাধ্যমে এই জাতির ও বিশ্বের ভাগ্য বিনির্মাণ করছেন। এখন অনেক সাহসী নারী যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীতে স্বেচ্ছায় কাজ করছেন, যা সকলের জন্যই অনুপ্রেরণার বিষয়।

বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য আমাদের জাতি আমেরিকান নারীদের কাছে কৃতজ্ঞ। তারা ভবিষ্যৎ নারী প্রজন্মের জন্য সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। ‘নারী-সমতা দিবসে’ ভোটাধিকার আন্দোলনকারীসহ সমতার প্রসারে বিশ্বব্যাপী যারা কাজ করছেন তাদের সবাইকে আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

==========

জিআর/ ২০০৭

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website:* *dhaka.usembassy.gov* *এ) যোগাযোগ করুন।*